তারিখ 25 APR 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

যুগান্তর

যবিপ্রবিতে স্ত্রীর নামে জমি বিনিময়ে চাকরি!

ইন্দ্রজিৎ রায়, *যশোর ব্যুরো*

চাকরি দেয়ার বিনিময়ে ঘুষ হিসেবে পৈতৃক জমি লিখে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) চাকরি দেয়ার বদলে 'ঘুষ বাবদ' তৎকালীন উপাচার্যের স্ত্রীর নামে একাধিক ব্যক্তি তাদের পৈতৃক জমি লিখে দিয়েছেন। এক কান দুই কান করে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। যবিপ্রবির তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তারের স্ত্রী কলেজ শিক্ষিকা নাসিমা আক্তার জুঁইয়ের এমন ঘটনাকে অনেকেই নজিরবিহীন বলছেন। বলাবলি হচ্ছে— ঘুষ বাবদ টাকা নেয়ার রেওয়াজ থাকলেও চাকরিপ্রার্থীর পৈতৃক জমি লিখে নেয়াটা সত্যিই নজিরবিহীন। যশোরের মনিরামপুরের একটি কলেজে শিক্ষকতা করলেও জুঁই থাকেন তার স্বামী সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তারের বাসভবনেই। আবদুস সাত্তারের বাড়ি মনিরামপুর উপজেলার চণ্ডীপুর তাহেরপুরে। আর চাকরির বিনিময়ে বহু জমি হস্তান্তর হয়েছে এই চণ্ডীপুরেই। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টরা মুখ না খুললেও জমি ও অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেয়ার বিষয়টি এলাকায় এখন ওপেন সিক্রেট। অজানা আশঙ্কায় জমির বিনিময়ে চাকরি পাওয়ার কথা অস্বীকার করলেও ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

> জমি লিখে দেয়ার সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক নেই
> — সাবেক উপাচার্য

যবিপ্রবিতে স্ত্রীর নামে জমি, বিনিময়ে চাকরি!

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তারের স্ত্রীর নামে জমি হস্তান্তরের কথা স্বীকার করেছেন সুবিধাভোগীরা। তারা বলছেন, চাকরির বিনিময়ে নয় জমি তারা বিক্রি করেছেন।

অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে যবিপ্রবি সদ্য সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তার মুঠোফোনে বলেন, 'ওই জমি আমার 'বড় জমি' বা বাগান সংলগ্ন, পরিমাণ ১৯ শতক এবং ৮ শতক। ওরা জমি বিক্রি করতে চেয়েছে, ক্রেতা খুঁজছিল। তখন আমি ওদেরকে আমার কাছে জমি বিক্রির প্রস্তাব দেই। ওটা ন্যায্যমূল্যে কেনা হয়েছে। চাকরির সঙ্গে ওই জমির কোনো সম্পর্ক নেই। চাকরি পাওয়ার অনেক দিন পর ওরা জমি বিক্রি করেছে। তিনি আরও বলেন, আমরা দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) চাকরি করি। দু'জনে মিলে ১৯ শতক এবং ৮ শতক জমি কিনতে পারব না? বিষয়টি বুঝতে পারলাম না।'

যুগান্তরের অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। জানা যায়, যশোরের মনিরামপুর উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামে পানিছত্র মৌজার ১২০ দাগের জমি (মেহগনি বাগান) যবিপ্রবি তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর আবদুস সাত্তারের পৈতৃক বাড়ি। অভিযোগ রয়েছে, এই দাগের আশপাশের জমি টার্গেট করে মাঠে নামে নাসিমা আক্তার জুঁই। কাজও হয়ে যায়, তার নামে জমি লিখে দিয়ে বিনিময়ে পরিবারের সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে চাকরি দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএলএসএস পদে চাকরি নেয় চণ্ডীপুর গ্রামের নুরুল ইসলাম দফাদারের ছেলে শফি কামাল লিটন। প্রথমে তাকে ২০১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকল্পে এমএলএস (অস্থায়ী) পদে নিয়োগ দেয়া হয়। পরে ২০১৪ সালের ২১ মে তার চাকরি রাজস্বভুক্ত করা হয়। ছেলের চাকরির বিনিময়ে চণ্ডীপুর গ্রামের বাসিন্দা নুরুল ইসলাম দফাদার যবিপ্রবি তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তারের স্ত্রী নাসিমা আক্তার জুঁইয়ের নামে ১৯ শতক জমি লিখে দেন। ২০১৩ সালের ৩৭৬৯/১৩ দলিলে একই উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামের বাসিন্দা তৎকালীন উপাচার্য আবদুস সাত্তারের স্ত্রী ও আবদুল মজিদের মেয়ে নাসিমা আক্তার জুঁইয়ের নামে ১৯ শতাংশ ধানি জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। মনিরামপুর উপজেলার ১৯৭ পানিছত্র মৌজার খতিয়ান নম্বর এসএ ২১৩/২১৮, হাল বুজরত খতিয়ান নং ০৮-এর দুটি মৌজার তিনটি তফসিলে ওই জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে।

এর মধ্যে তফসিল এক-সাবেক দাগ ৪৫৪৬, ধানি জমি ১৯ শতাংশ ও সাবেক দাগ ৩৯, হালদাগ ১০৯-এর ১৬ শতাংশ জমি রয়েছে। এই মৌজার ৩৫ শতাংশ জমির মধ্যে ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে।

তফসিল দুই-মনিরামপুরের ১৯৬ নম্বর রামনাথপুর মৌজার হাল চূড়ান্ত খতিয়ান ৮৫, হাল চূড়ান্ত ৩০১ দাগে ধানি জমির পরিমাণ ২৪ শতাংশ, হাল চূড়ান্ত ১০৭০ দাগে ধানি জমি ৭ শতাংশ, হাল চূড়ান্ত ১০৯৫ দাগে ধানি জমি ১৪ শতাংশ এবং হাল চূড়ান্ত ১০৯৭ দাগে ০৮ শতাংশ জমি রয়েছে। দ্বিতীয় তফসিলের মোট ৬৭ শতাংশ জমির মধ্যে ৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে।

তৃতীয় তফসিল ১৯৬ রামনাথপুর মৌজার হাল চূড়ান্ত ৮৬ খতিয়ান ও হাল চূড়ান্ত ৩২৭ দাগের ধানি ১০ শতাংশ জমির মধ্যে ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। জমি লিখে দিয়ে মাস্টাররোলে (দৈনিক হাজিরাভিত্তিক) ২০১৩ সালে চাকরি পান নুরুল ইসলাম দফাদারের ছেলে শফি কামাল লিটন। ছেলের চাকরির বিনিময়ে জমি লিখে দিয়ে উপাচার্যের স্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট হন নুরুল ইসলাম দফাদার। এরপর থেকে তিনি উপাচার্যের স্ত্রীর লোক হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যান।

এদিকে তাহেরপুর গ্রামের শমসের আলী মোড়লের ছেলে নিসার আলীও ৮ শতাংশ জমি জুঁইয়ের নামে লিখে দিয়ে ছেলের জন্য চাকরি বাগিয়ে নেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, মনিরামপুর উপজেলার ১৯৭ পানিছত্র মৌজার এসএ খতিয়ান ৩২২, হাল বুজরত খতিয়ান ০৭, চূড়ান্ত খতিয়ান ১৮০-এর সাতটি তফসিলের মোট ১ একর ৯০ শতকের মধ্যে ৮ শতক জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। ওই জমি মনিরামপুর উপজেলার তাহেরপুর গ্রামের শমসের আলী মোড়লের ছেলে নিসার আলী ২০১৪ সালের এক জানুয়ারি (দলিল নম্বর-১৬/১৪) জমি নিবন্ধন করে দেন। পরে ২০১৪ সালে মাস্টাররোলে চাকরি পান নিসার আলীর ছেলে মারুফ। সর্বশেষ গত ৬ মার্চ তার চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে মনিরামপুর উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামের আবদুল মতলেবের ছেলে সুমন আহমেদও চাকরি পেয়েছেন। ২০১৪ সালে আবদুল মতলেব উপাচার্যের স্ত্রীর নামে জমি লিখে দিয়েছেন। এ বিষয়ে মুঠোফোনে জানতে চাইলে সুমন আহমেদ উপাচার্যের স্ত্রীর নামে জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়ার কথা স্বীকার করলেও চাকরির বিনিময়ে জমি দেয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। যুগান্তরকে তিনি বলেন, 'জমি বিক্রি করেছি বাড়িঘর করার জন্য। চাকরির সঙ্গে জমি বিক্রির কোনো সম্পর্ক নেই।'

শুধু শফি কামাল লিটন, মারুফ কিংবা সুমন আহমেদ নন, অর্ধশতাধিক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী (স্থায়ী ও অস্থায়ী) নিয়োগে ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে তৎকালীন উপাচার্যের স্ত্রী নাসিমা আক্তার জুঁইয়ের বিরুদ্ধে। সব চাকরিই যে জমির বিনিময়ে দেয়া হয়েছে তা নয় অনেকেই অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এ নিয়ে কেউ মুখ খুলছেন না।

মুঠোফোনে জানতে চাইলে চণ্ডীপুর গ্রামের নুরুল ইসলাম দফাদার জানান, তিনি নাসিমা আক্তার জুঁইয়ের কাছে ১৯ শতক জমি বিক্রি করেছেন। জমি বিক্রির অনেক পরে তার ছেলের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি হয়েছে। জমির বিনিময়ে চাকরি হয়েছে ছেলের— এমন অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান।

সাবেক উপাচার্য প্রফেসর আবদুস সাত্তার ফোনে সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'কোনো জমি যদি স্ত্রী ক্রয় করে থাকে, তাহলে সেটা আমি জানি না। চাকরির সঙ্গে জমির কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আমার স্ত্রী চাকরি করেন। তার জমি কেনার সক্ষমতা আছে। সে কিনেছে।'

উল্লেখ্য, গত ৬ এপ্রিল উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হয়েছে প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তারের। তিনি দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার স্ত্রী নাসিমা আক্তার জুঁই মনিরামপুরের বালিয়াডাঙ্গা খানপুর কলেজে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন।